...র সংবাদ
দৈনিক ই...

তারিখ 26 NOV 1987
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ...

217

...বিদ্যালয়ে সেদিনের ঘটনাঃ একটি আবেদন

গত ২৮শে অক্টোবর '৭১-এর ঘাতক ও দালালদের বেড়ে ওঠা ধর্মান্ধ প্রজন্ম ইসলামী ছাত্র শিবিরের ঘৃণ্যভূমিকা ও নগ্নতাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বাকৃবি ইউনিট কমাণ্ড। যৌথ কর্মসূচীর সেইদিনে শিবির কার্যালয় থেকে ২৪টি হকিষ্টিক (শিয়ালকোটের তৈরী নতুন, যা একজন হকি খেলোয়াড়ের স্বপ্ন এবং দুষ্প্রাপ্য) ১৮টি বল্লম, চেন, চাকু, বহু লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়। সংগ্রামী ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেদিন নেমেছিলো মিছিলে, প্রতিরোধ করেছিলো ধর্মব্যবসায়ীর 'সৈনিক'দের। দু'টি জাতীয় দৈনিকসহ একটি সাপ্তাহিক ও একটি মাসিক পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে ক্যাম্পাসে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রেল ষ্টেশন খোলার দাবীতে আন্দোলনে সোচ্চার এবং ১০ই নভেম্বরের কর্মসূচী সম্পর্কে আলোচনারত, তখনই শিবির এ ধরনের নগ্ন ও ঘৃণ্য পদক্ষেপ নেয় এবং পবিত্র সিরাতুন্নবী উপলক্ষে জামায়েতের নামে '৭১-এর কুখ্যাত রাজাকার সাইয়েদ কামাল উদ্দিন জাফরীকে প্রধান অতিথি হিসেবে নিয়ে আসার পাঁয়তারা চালায়। কিন্তু সারাদেশে এই কুখ্যাত চক্রটিকে যেভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছে তেমনই সেদিন প্রতিরোধের মুখে পড়ে ঐ শিবির চক্র। অথচ ওই ইমাম ও হলসমূহের প্রভোস্টদের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ সেই অবৈধ জমায়েতকে মেনে নিয়েছেন এর গুজব কারা ছড়িয়েছে তা, কিছু না বলে সযত্নে আড়াল করেছেন নিজেদের। কর্তৃপক্ষের এই দায়সারামূলক ভূমিকা স্পষ্ট নয় কারো কাছেই এবং সেই মিথ্যা বিবৃতিদাতা শিক্ষক-কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার আবেদন জানাই যা সচেতন ছাত্র শিক্ষক কর্মচারী সকলেরই একান্ত কাম্য। বাকৃবি ইসলামী ছাত্র শিবির গত ২১শে ফেব্রুয়ারীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ঐক্য পরিষদের কর্মসূচীকে "নাচগানের আসর" বলে অভিহিত করেছিলো এবং গত ২৬শে মার্চ তাদের দলীয় (!) পতাকা অর্ধনমিত রেখে স্বাধীনতার চরম অপমান করে। এ নিয়ে সচেতন সকলের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও কর্তৃপক্ষ চুপচাপ থেকেছেন বরাবরই। কিন্তু কেন?

'৭১-এর ঘাতক ও দালালদের ধর্মান্ধ প্রজন্মকে পুনর্বাসিত করতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই কোন পরিকল্পনা নেই এবং মৌলবাদীদের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলে অবিলম্বে সঠিক পদক্ষেপ নেবেন বলে বিশ্বাস। দেশের অভিভাবকগণ, বুদ্ধিজীবী, সচেতন রাজনৈতিক কর্মী, নেতা, ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কর্মচারী, জনতাকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার আবেদন জানাই।

জিয়াউর রহমান সেলিম
শহীদ শামসুল হক হল,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।